বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

সিভিল রিভিশন নং ১০৬৫/ ২০২১

আশরাফ আলী খান

----- বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

আব্দুল কুদ্দুস খান ও অন্যান্য

----- বিবাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ।

এ্যাডভোকেট মোঃ ওহিদুর রহমান

----- বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

----- বিবাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১২.১১.২০২৩, ১৯.১১.২০২৩

এবং রায় প্রদানের তারিখ ১২.১২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী হয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১)ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

"Records of the case be called for.

Let a Rule be issued calling upon the opposite party Nos. 1-3 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 04.01.2021 passed by the learned Joint District Judge, 2nd Court, Manikgonj in Title Appeal No. 43 of 2013 allowing the appeal and thereby reversing the judgment and decree dated 14.02.2013 passed by the learned Assistant Judge, Shibalay, Manikgonj in Title Suit No. 104 of 2009 decreeing the suit shall not be set aside and/or such other

or further order or orders passed as to this court may seem fit and proper."

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

আশরাফ আলী খান বাদী হয়ে আরজির তফসিল বর্ণিত দাবীকৃত ভূমিতে বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রী পাওয়ার প্রার্থনায় দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৪/২০০৯ দাখিল করলে বিজ্ঞ সহকারী জজ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৪.০২.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ১৮.০২.২০১৩) মূলে মোকদ্দমাটি ৩, ৬, ৭ এবং ১, ২, ৪, ৫নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করেন এবং তপসিল বর্ণিত ১৩৫ শতক ভূমি মধ্যে পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ শতক ভূমি বাবদ বাদীর অনুকুলে পৃথক ছাহাম নির্ধারণ করেন।

অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও ডিক্রিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং-৪৩/২০১৩ দাখিল করলে যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত, মানিকগঞ্জ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০১.২০২১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ০৭.০১.২০২১) মূলে আপীল মোকদ্দমাটি বাদী রেসপনডেন্ট এর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করেন এবং নিম্নাদালতের দেওয়ানী- ১০৪/২০০৯নং মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রী রদ-রহিত করেন।

অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও ডিক্রিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী হয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ (১) ধারায় অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ ওহিদুর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, বিবাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত ও নথি পর্যালোচনা করলাম। বাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সহকারী জজ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৪/২০০৯-এ বিগত ইংরেজী ১৪.০২.২০১৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"এটি একটি বন্টনের মোকদ্দমা। তপশীলবর্নিত ভূমিতে বন্টনক্রমে দাবীকৃত ভুমিতে বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রী পাওয়ার প্রার্থনায় বাদীপক্ষ বর্তমান মোকদ্দমাটি আনায়ন করেছেন।

বাদীপক্ষের আরজীর বক্তব্য সংক্ষেপে নিরূপ। তপশীলবর্নিত ১৩৫ শতক ভূমির মালিক ছিলেন কেদারী মীর। তার নামে এসএ SA রেকর্ড প্রস্তুত আছে। কেদারী মীরের নামের সাথে তার স্ত্রীর নাম ও SA রেকর্ডে প্রকাশ পাবে। কেদারী মীর ২২/৫/৫৭ ইং তারিখে ৩২৩৯ নং দলিলমুলে ১৩৫ শতক ভুমি মীর নুর ল হুদা ও সামসুন্নাহার এর নিকট বিক্রি করে। সামসুন্নাহার ও নুর ল হুদা ১৫/৯/৫৯ ইং তারিখে ৫৭০৬ নং দলিলমুলে তুফানে আলী খাঁ ও আজমত আলী বরাবর বিক্রি করেন। কেদারী মীরের নামের সাথে তার স্ত্রী ছালেহার নাম থাকায় ছালেহার নিকট হতে SA ৭ দাগের ৪১ শতক ও ৬ দাগের ১৮ শতক

একুনে ৫৯ শতক ভুমি ৪/৪/৬৭ ইং তারিখে ২০৩৮ নং দলিলমুলে তুফানে আলী খাঁ ও আজমত খাঁ ক্রয় করেন। তপশীল বর্নিত ১৩৫ শতক ভুমিতে তুফান আলী ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে এবং আজমত আলী ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে মালিক দখলদার থাকাবস্থায় ঘরোয়া আপোষ বন্টনমতে তুফান আলী RS ৫৪ দাগে ১০শতক ও ৫৩ দাগে ৬৬ শতকের কাত পশ্চিমে ৫৭.৫০ শতক একুনে ৬৭.৫০ শতক এবং আজমত আলী RS ৫৩ দাগের পুর্ব দিকে ৮.৫০ শতক, ৫৫ দাগের ৩৫ শতক এর কাত পুর্ব দিকের ১৮ শতক এবং ৫২ দাগের ৪১ শতক একুনে ৬৭.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। তুফান আলী খাঁ ৯নং মোকাবেলা বিবাদীকে স্ত্রী; বাদী ১০ হতে ১২ নং মোকাবেলা বিবাদী নবেজ আলী খাঁ ও রজব আলী খাঁকে ৬ পুত্র এবং ১৩ হতে ১৬নং মোকাবেলা বিবাদীকে ৪ কন্যা ওয়ারিশ বিদ্যমান মারা যান। ১৩ নং মোকাবেলা বিবাদী তার অংশ ভাই ১০নং মোকাবেলা বিবাদীর নিকট বিক্রি করেন। ২৪ ও ২৫ নং মোকাবেলা বিবাদীগন তাদের অংশ ১০ ও ১১ নং মোকাবেলা বাদীগনের নিকট হস্ড়ান্ড়র করেন। তপশীল বর্নিত ১৩৫ শতক ভুমির পুর্বাংশের ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে আজমত আলী খা দখলে থাকাবস্থায় ১ হতে ৮ নং মুল বিবাদীগনকে ওয়ারিশ বিদ্যমান মারা যান। ইতি পুর্বে RS রেকর্ড এজমালিতে থাকর সুযোগে ২৮/১/০৮ ইং তারিখে ৩নং মূল বিবাদী চতুরতা করে তুফান আলী খানের ওয়ারিশদের স্বত্বদখলীয় কিছু অংশ পেচিয়ে যোগসাজসী দলিল সৃজন করে বেইননীভাবে তা দখলের চেষ্টা করলে শরীকদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। পরবতীতে ২৩/১১/০৮ ইং তারিখে উভয়পক্ষের পূর্ববর্তীগণের দখল অনুসারে একটি অরেজিস্ট্রিকৃত বন্টননামা হয় সেখানে তুফান আলী খাঁর জীবিত পুত্রগন ও আজমত আলী খাঁর পুত্রগন পক্ষ হয়েছেন, কোন ও মহিলা ওয়ারিশ পক্ষ হননি। পরবতীতে তপশীলবর্নিত ১৩৫ শতক ভূমির পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ শতক ভুমি তুফান আলী খাঁর ওয়ারিশ দের মধ্যে ঘরোয়া আপোষবন্টনমতে, বাদী এককভাবে প্রাপ্ত হন। তুফান আলী খাঁর অন্য ওয়ারিশগন অর্থাৎ মোকাবেলা বিবাদীগন তুফান আলীর পৈত্রিক ভিন্ন জোতের জমি হতে অংশ বুঝে নিয়েছেন। দাবীকৃত ৬৭.৫০শতক ভূমিতে বাদীর বসতবাড়ী পুকুর, কাঠ গাছের বাগান এবং মিলঘর ও দোকানঘর আছে। সম্প্রতি ৩, ৫ হতে ৮নং বিবাদীগন নালিশী ভূমির RS রেকর্ড এজমালীতে থাকায় এবং ২৩/১১/০৮ ইং তারিখে বন্টণনামায় সবার স্বাক্ষর না থাকায় তা বেআইনী উলে- খ করে আইনানুগ বন্টন হয় নাই দাবী করেন। এমতাবস্থায় বাদী বন্টন করে দিতে অনুরোধ করলেও বিবাদীগন তাতে অস্বীকার করে। তুফান আলী ও আজমত আলীর শুধুমাত্র খরিদা জমি নিয়ে বাদী বিবাদীদের মধ্যে মনমালিন্য, ওয়ারিশ মুলে প্রাপ্ত জমি নিয়ে নয়। বিগত ২০০৯ ইং সনের অক্টোবর মাসের ১ম সপ্তাহে এই মোকদ্দমার কারন উদ্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায় বাদী তার প্রার্থিতমতে প্রতিকার চায়।

অন্যদিকে ৩, ৬ ও ৭নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় বিরোধিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীগনের লিখিত জবাবের বক্তব্য সংক্ষেপে নিরূপ। আরজীর তপশীল বর্নিত ১৩৫ শতক ভূমিতে ক্রমিক হস্ড়ান্ড়রের পর তুফান আলী খাঁ ও আজমত আলী খাঁ ক্রয়সুত্রে তুল্যাংশে মালিক দখলকার হন। আজমত আলী ছবিরনকে স্ত্রী, আব্দুল হাকিম কোরবান আলী, ৩নং বিবাদী আব্দুল কুদ্দুস ও হাফিজুর রহমানকে ৪ পুত্র; নুরজাহান, ৬নং বিবাদী হামিদা বেগম ও ৭নং বিবাদী আনোয়ারা বেগমকে ৩ কন্যা বিদ্যমান মারা যান। ছবিরন ও আনোয়ারা বেগম তপশীল বর্নিত ১৩ ১/৪ শতক ভুমিসহ ১৫$\frac{১}{৪}$ শতক ভুমি ৩ নং বিবাদী আবুল কুদ্দুস বরাবর হস্ড়ান্ড়র করেন। আব্দুল কুদ্দুস তার প্রাপ্ত অন্য ভূমিসহ

তপশীল বর্নিত ৬ শতক ভুমি তার ভাই হাফিজুর রহমান বরাবর দান করেন। আব্দুল কুদ্দুস নালিশী জোতে পিতার ওয়ারিশসুত্রে ১০.৭৫ এবং দানপত্র দলিলমুলে ৭.২৫ শতক একুনে ১৮ শতক, এবং ৬নং বিবাদী হামিদা বেগম ওয়ারিশসুত্রে ৫.৩৭ শতক, এইরূপ ৩ ও ৬নং বিবাদী ২৩.৩৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। নালিশী জোত ভুমি ঘরোয়া আপোষমতে তুফানে আলীর ওয়ারিশ হিসেবে বাদী এককভাবে ৬৭.৫০ শতক ভূমির মালিক দখলকার হয় নাই। এমতাবস্থায় এই বিবাদীগন বাদীর মোকদ্দমা খারিজ প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১,২,৪ ও ৫নং বিবাদীগন একটি দরখাস্ড় দিয়ে নালিশী ভূমিতে তাদের পৃথক ছাহাম প্রার্থনা করেছেন। ছাহাম দরখাস্ড়ের বক্তব্য সংক্ষেপে নিরূপ তপশীলবর্নিত ১৩৫ শতক ভূমিতে তুফান আলী খান ও আজমত আলী খান ৬৭.৫০ শতক করে ভুমিতে মালিক দখলকার ছিলেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে আপোষ বন্টনমতে তুফান আলী খা RS ৫৪ দাগে ১০ শতক, ৫৩ দাগে ৬৬ শতক এর কাত পশ্চিমে ৫৭.৫০ শতক একুনে ৬৭.৫০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন এবং আজমত আলী খাঁ RS ৫৩ দাগে পুর্বদিকের ৮.৫০ শতক ৫৫ দাগের ৩৫ শতক এর কাত পূর্বদিকের ১৮ শতক, ৫২ দাগের ৪১ শতক একুনে ৬৭.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে যার যার অংশে শান্ড়ি পুর্নভাবে ভোগদখলে আছে। তুফান তুফান আলী খার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষবন্টনমতে তার ক্রীত নালিশী সম্পূর্ন ভুমি বাদী এককভাবে ভোগদখল করে আসছে। তুফান আলীর অপর ওয়ারিশগন তাদের অংশ তুফান আলীর অন্য ভূমি হতে বুঝে নিয়েছেন। আমজত আলী খাঁর ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ বন্টনমতে ৬৭.৫০ শতক ভুমি মধ্যে RS ৫২ দাগের ৪১ শতক এর কাত দক্ষিন পুর্ব কোনার ৩.৫০ শতক ভূমি কোরমান আলী খান প্রাপ্ত হন। বাকী ৬৪ শতক ভূমি ১নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়েছেন। আজমত আলী খানের অপর ওয়ারিশগন তাদের অংশ আজমত আলীর অন্য ভূমি হতে বুঝে নিয়েছেন। এইরূপে নালিশী ১৩৫ শতক ভুমি মধ্যে দাবীকৃত ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে বাদী এবং অবশিষ্ট ৬৪ শতক ভূমিতে ১নং বিবাদী ও ৩.৫০ শতক ভূমিতে ২নং বিবাদী মালিক দখলকার নিয়ত আছেন। বাদীর মোকদ্দমা ডিক্রী হলে এই বিবাদীগন ৬৪ শতক ভুমিতে ১নং বিবাদীর এবং ৩.৫০ শতক ভুমিতে ২নং বিবাদীর ছাহাম প্রার্থনা করে।

বিচার্য বিষয়সমুহঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ড় গ্রহনের সবিধার্থে অত্র মোকদ্দমার বিচার্য বিষয়সমুহ নিম্ন লিখিতভাবে গঠন করা হলঃ

১। মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় কিনা?

২। মোকদ্দমাটি পক্ষদোষ ও হচপটদোষে দুষ্ট কিনা?

৩। নালিশী তপশীলবর্নিত ভুমিতে বাদীর স্বত্ব দখল আছে কিনা?

৪। বাদী তার প্রার্থিতমতে বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রী পেতে পারে কিনা?

আলোচনা অভিমত ও সিদ্ধান্ড়

আদালতে শপথ গ্রহন পুর্বক বাদীপক্ষে ৪ জন ও বিবাদীপক্ষে ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়েছে। বাদীপক্ষে দাখিলী কাগজপত্র ১, ১ক, ১খ, ১গ, ১ঘ, ২, ৩, ৪ হিসেবে এবং বিবাদীপক্ষে দাখিলী কাগজপত্র ক, ক১, ক২ খ, গ হিসেবে প্রদর্শনী চিহিত আছে। আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়সমূহ নিম্ন লিখিত ভাবে আলোচনা করা হল।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়। বাদী বিবাদী উভয়ের স্বীকৃতমতেই নালিশী তপশীলবর্নিত ১৩৫ শতক ভুমি মধ্যে বাদীগনের পূর্ববর্তী তুফান আলী খাঁ ৬৭.৫০ শতক

এবং বিবাদী গনের পূর্ববর্তী আজমত আলী খাঁ ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে ক্রয়সুত্রে মালিক দখলকার ছিলেন।

বাদীর আরজীর দাবীমতে, বাদী এবং মোকাবেলা বিবাদীগণ তুফান আলী খাঁর ওয়ারিশ হিসেবে তুফান আলী খাঁর স্বত দখলীয় নালিশী তপশীল বর্নিত ৬৭.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন। বিবাদীগন বাদীর এই বক্তব্যের বিরোধীতা করেননি।

বাদী আরও উলে- খ করেছেন যে, তুফান আলী খাঁর ওয়ারিশ অর্থাৎ মোকাবেলা বিবাদীগনের সাথে ঘরোয়া আপোষবন্টনমতে বাদী এককভাবে তুফান আলী খাঁর স্বত্বদখলীয় নালিশী ১৩৫ শতাংশের কাত পশ্চিমের ৬৭.৫০ শতাংশ ভূমি ভোগদখল করেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী তুফান আলী খাঁর অপরাপর সকল ওয়ারিশ গনকে মোকাবেলা বিবাদী হিসেবে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করেছেন। যেহেতু নালিশী দাবীকৃত ভূমিতে বাদী ও মোকাবেলা বিবাদীগন ওয়ারিশসুত্রে মালিক, সেহেতু এ ভূমি সংক্রান্ড়ে বাদী এককভাবে মালিকানা দাবী করলে মোকাবেলা বিবাদীগণের সাথে বাদীর বিরোধ সৃষ্টি হবার কথা, অন্য ৩য় ব্যক্তির সাথে নয়। কিন্ড়ু নথি পর্যালোনায় দেখা যায় যে, মোকাবেলা বিবাদীগন অত্র মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিল করেননি কিংবা অন্য কোন ও ভাবে এই মোকদ্দমার বাদীর দাবীর বিরোধীতা করেননি। অন্যদিকে ৩,৬,৭ নং বিবাদী তাদের লিখিত জবাবে, বাদী ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে এককভাবে স্বত্ববান এই দাবীর বিরোধীতা করেছেন। যদি ও তারা বাদীর দাবীর বিরোধীতা করেছেন কিন্তু বাদীর দাবীকৃত নালিশী তপশীল বর্ণিত ভুমিতে এই বিবাদীগন কোন ছাহাম প্রার্থনা করেনি বা সেখানে তাদের স্বত্ব দখল আছে মর্মেও লিখিত জবাবে উলে- খ করেননি। সুতরাং বাদী তার দাবীকৃত ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে ডিক্রী লাভ করলে তাতে এই বিবাদীগনের স্বার্থ বা তাদের অংশগত ভুমি আক্রান্ড় হবেনা।

আবার ১,২,৪,৫ নং বিবাদীগন লিখিত জবাব আদালতে দাখিল করলেও জবাবের শেষাংশে নালিশী তপশীলবর্নিত ভূমিতে পৃথক ছাহাম দাবী করেছেন। কিন্তু নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই বিবাদীগন ছাহাম দরখাস্ড়ের সমর্থনে কোনও কোর্ট ফি দাখিল করেননি। এছাড়া এই বিবাদীগনের জবাব পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, বাদীর দাবীকৃত অংশে এই বিবাদীগন কোন স্বত্ব দাবী করেন না। যেহেতু এই বিবাদীগন কোর্ট ফি দাখিল করে নালিশী ভূমিতে ছাহাম প্রার্থনা করেননি। সেহেতু এই বিবাদীগন উক্ত ভুমিতে ছাহাম পাওয়ার অধিকারী হবেন না। এই বিবাদীগন আজমত আলী খাঁ এর স্বত্ব দখলীয় ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে তাদের ভাইদের প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের বর্ননা দিলেও বাদীর দাবীকৃত অংশ সম্পর্কে বিরোধীতা করেননি, বরং বাদীর দাবীকে স্বীকার করেছেন।

অপরদিকে বাদীপক্ষে উপস্থাপিতে সাক্ষী PW1, PW3, PW4 তাদের জবানবন্দীতে এবং PW2 তার জবানবন্দী ও জেরায় প্রদত্ত বক্তব্যে উলে- খ করেন যে, বাদী আশরাফ আলী খান আরজীর তপশীল বর্নিত ১৩৫ শতক ভূমির মধ্যে পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ ভূমি দখল করেন। আবার বিবাদী পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষী DW2 তার জেরায় প্রদত্ত বক্তব্য এবং DW3, DW4 তাদের জবানবন্দী ও জেরায় প্রদত্ত বক্তব্যে বাদীর দাবীকে স্বীকার করে বলেছেন যে, নালিশী ভূমির পশ্চিমে ৬৭.৫০ শতক ভুমি বাদী আশরাফ দখল করে। DW1 তার জেরায় প্রদত্ত বক্তব্যে উলে- খ করেছেন যে, বাদী তাদের অংশ পেলে আপত্তি নাই।

সুতরাং উপরোক্ত সার্বিক পর্যালোচনায় প্রেক্ষিতে নালিশী তপশীল বর্নিত ১৩৫ শতক ভূমির পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ শতক ভুমিতে বাদী আশরাফ আলী খান এর স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় উক্ত ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে বাদী স্বত্ব-দখলদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এইরূপে ৩নং বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল।

২ নং বিচার্য বিষয়ঃ

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীগনের পূর্ববর্তী তুফান আলী খাঁর ও বিবাদীগনের পুর্ববর্তী আজমত আলী খাঁ সহোদর। বাদী পক্ষ তাদের পৈত্রিক ওয়ারিশসুত্রে প্রাপ্ত ভুমি বন্টনের প্রার্থনায় এই মোকদ্দমাটি আনায়ন করেননি। বরং তুফান আলী খাঁ ও আজমত আলী খাঁ কর্তৃক খরিদকৃত ১৩৫ শতক ভুমি বন্টনের প্রার্থনায় অত্র মোকদমাটি আনয়ন করা হয়েছে। যেহেতু বাদীগনের পুর্ববরতী ও বিবাদীগনের পূর্ববর্তী কর্তৃক ১৫/৫/১৯৫৯ তারিখের ৫৭০৬ নং দলিলমুলে খরিদকৃত ১৩৫ শতক ভুমি বন্টনের জন্য এই মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়েছে সুতরাং আজমত আলী খাঁ ও তুফান আলী খাঁ এর পুর্ববর্তীর অর্থাৎ তাদের পৈত্রিক সকল ভূমি অত্র মোকদ্দমার তপশীলভুক্ত করার আবশ্যকতা নাই। বাদী যেহেতু ১৫/৫/১৯৫৯ তারিখের ৫৭০৬নং দলিলমুলে খরিদকৃত সম্পুর্ন ১৩৫ শতক ভুমি অত্র মোকদ্দমার তপশীল ভুক্ত করেছেন সেহেতু অত্র মোকদ্দমার হচপটদোষ নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী, নালিশী তপশীল বর্নিত ভূমিতে ওয়ারিশসুত্রে হকদার সকল ব্যক্তি অর্থাত তুফান আলী খাঁ ও আজমত আলী খাঁ এর সকল ওয়ারিশকে অত্র মোকদমার বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে সুতরাং অত্র মোকদদমায় পক্ষদোষ ও হচপটদোষ নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এমতাবস্থায় অত্র মোকদমাটি পক্ষদোষে ও হচপটদোষে দুষ্ট নয় মর্মে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হল। এইরূপে ২নং বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল।

১ ও ৪ নং বিচার্য বিষয়ঃ

উপরোক্ত সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে অত্র মোকদ্দমাটি অত্রাকারে ও প্রকারে রক্ষণীয় মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হল।

যেহেতু অত্র মোকদমাটিতে পক্ষদোষ ও হচপটদোষ নাই মর্মে এবং নালিশী তপশীলবর্নিত ভূমিতে বাদীর স্বত্ব-দখল আছে মর্মে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়েছে, সেহেতু বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় তাদের প্রার্থিতমতে প্রতিকার লাভের আধিকারী হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হল। এইরূপে ১ ও ৪নং বিচার্য বিষয়ও বাদীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক। অতএব

আদেশ

হয় যে, অত্র মোকদ্দমাটিতে ৩,৬,৭ এবং ১,২,৪,৫নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রী হল। এতদ্বারা তপশীলবর্নিত ১৩৫ শতক ভুমি মধ্যে পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ শতক ভুমি বাবদ বাদীর অনুকূলে পৃথক ছাহাম নির্ধারন করা হল। অদ্য হতে ৩০ দিনের মধ্যে পক্ষগনকে নালিশী জোতের ভুমি আপোষে বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় বাদীগন তা আদালত যোগে বন্টন করে পাওয়ার অধিকারী হবেন।

স্বা/-অস্পষ্ট
১৪.০২.২০১৩
সহকারী জজ

শিবালয়, মানিকগঞ্জ।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত, মানিকগঞ্জ কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং- ৪৩/২০১৩-এ বিগত ইংরেজী ০৪.০১.২০২১ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''এটি একটি দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমা। বিজ্ঞ শিবালয় সহকারী জজ আদালতের দেওয়ানী ১০৪/২০০৯ নম্বর মোকদ্দমায় গত ১৪.০২.২০১৩ ইং তারিখের রায় ও গত ১৮.০২.১৩ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রিতে অসন্তুষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ ও নারাজ হয়ে বিবাদীপক্ষ অত্র আপীলটি দায়ের করেন।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উভয় পক্ষের প্লিডিংস, প্লিডিংস এর সমর্থনে উপস্থাপিত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বিচার্য বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করতঃ মূল মোকদ্দমা খারিজ করলে বিবাদীপক্ষ উক্ত রায় ও ডিক্রী দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হয়ে তা রদ রহিতে প্রার্থনায় অত্র দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন।

আপীল মেমোতে বিবাদী আপীলকারীর বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, বিজ্ঞ সহকারী জজ শিবালয় উপজেলা আদালতের দেঃ মোঃ নং- ১০৪/০৯ ইং, ১৪.০২.২০১৩ তারিখে যে রায় ইং ১৮.০২.২০১৩ তারিখে যে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন উক্ত রায় ও ডিক্রী যুক্তিসংগত আইন সংগত ও ন্যায় সংগত না হওয়ায় উহা কোন মতেই বহাল থাকিতে পারে না বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। কিন্তু সহকারী জজ শিবালয়, মানিকগঞ্জ উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র মৌখিক সাক্ষ্যাদি যথাযত ভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন না করিয়া সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মকভাবে মনগড়া রায় ও ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, উক্তরূপ ভ্রমাত্মক রায় ডিক্রী আইনতঃ ন্যায়তঃ বহাল থাকার যোগ্য নহে। বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ শিবালয় আদালত দেওয়ানী মোঃ ১০৪/০৯ এর রায় ও ডিক্রী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক অশুদ্ধ হওয়ায় উহা আইনতঃ ন্যায়তঃ বহাল থাকার যোগ্য নহে। বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ শিবালয় আদালত মানিকগঞ্জ দাখিলী কাগজ পত্র মৌখিক সাক্ষী প্রমান সঠিক ভাবে পর্যালোচনা না করিয়া ভ্রমাত্মক ভাবে বাদী পক্ষ রায় ও ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ শিবালয় আদালত মানিকগঞ্জ বাদী ও আপীলকারী বিবাদী পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র মৌখিক সাক্ষী প্রমান সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইয়াছে। বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বাদীপক্ষের আরজি মতে নালিশী ১৩৫ ডিং ভূমি তুফান আলী আট আনা অংশে ৬৭.৫০ ডিং আজমত আলী ৬৭.৫০ ডিং ভূমির মালিক হইতেছে। তুফান আলী ৬৭.৫০ ডিং ভূমির মালিক থাকিয়া ৯নং বিবাদীকে স্ত্রী বাদী ও ১০-১৬নং বিবাদীগণকে ৫ পুত্র ৪ কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায়। এমতাবস্থায় বাদী তুফান আলীর ওয়ারিশ হিসেবে ৭.৩৮ ডিং ভূমির মালিক হইবে। বিজ্ঞ আদালত তুফান আলী ৬৭.৫০ ডিং ভূমি বাদী পক্ষে ডিক্রী দিয়া ভুল করিয়াছেন। বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বাদী আরজির মতে বাদীর বোন ১৩নং মোকাবেলা বিবাদী তার অংশ তার ভাই ১০নং মোকাবেলা বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করে। ২৪ ও ২৫নং মোকাবেলা বিবাদী তাহাদের অংশ ১০ ও ১১নং মোকাবেলা বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাদের প্রাপ্ত ভূমিসহ সমস্ত ভূমি ৬৭.৫০ ডিং ভূমি বাদীপক্ষে ডিক্রী দিয়া ভুল করিয়াছেন। বিধায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বাদীর আরজি মতেই বাদীর পিতা

তুফান আলী পৈত্রিক ভিন্ন জোতের অন্য ভূমি আছে। এমতাবস্থায় তুফান আলীর পৈত্রিক ভিন্ন জোতের ভূমি আরজির তপসীল ভুক্ত না করায় হসপট দোষ থাকা সত্বেও হচপট দোষ নাই উল্লেখ পূর্বক ডিক্রী প্রদান করায় উক্তরূপ রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ শিবালয় উপজেলা আদালত মানিকগঞ্জ আরজির তপসীল বর্ণিত ১৩৫ ডিং ভূমির মধ্যে পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ ডিং ভূমি বাদীর অনুকূলে সাহাম নির্ধারন করে রায় ও ডিক্রী প্রদান করায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ তার রায় বাদীর দাবীকৃত ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে ডিক্রী লাভ করলে বিবাদীগনের স্বার্থ বা তাদের অংশ গত ভূমি আক্রান্ত হবেনা মর্মে পর্যালোচনা পূর্বক যে রায় প্রদান করেছেন তাহা সঠিক নহে। বিধায় উক্তরূপ রায় ও ডিক্রী বাতিল হইবে। বিজ্ঞ সহকারী জজ তাহার পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ তাদের পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি বন্টনের প্রার্থনায় ও তপসীল আনয়ন করেনি শুধুমাত্র খরিদকৃত ১৩৫ডিং ভূমি বন্টনের মোকদ্দমায় আনায়ন করেছেন। তৎসত্বেও মোকদ্দমায় হসপট দোষ নাই মর্মে প্রতীয়মান হয় উল্লেখ পূর্বক ভ্রমাত্মক ভাবে যে রায় ও ডিক্রী প্রদান করায় উক্ত রায় ও ডিক্রী বাতিল যোগ্য বিধায় বিববাদীপক্ষ অত্রকারে আপীলটি আনয়ন করেছেন।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ</u>

১। বিজ্ঞ শিবালয় সহকারী জজ আদালতের দেওয়ানী ১০৪/২০০৯ নম্বর মোকদ্দমায় গত ১৪.০২.১৩ ইং তারিখের রায় ও গত ১৮.০২.১৩ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রি রদ ও রহিত যোগ্য কিনা?

২। বিবাদী আপীলকারী পক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>

আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয়গুলো একত্রে আলোচনা করা হলো। বাদীর আরর্জি মোতাবেক বাদীর বোন ১৩ নং মোঃ বিবাদী তার অংশ ভাই ১০ নং মোঃ বিবাদীর নিকট বিক্রয় করায় দখল অর্পন করে। ২৪ ও ২৫ নং মোঃ বিবাদীগণ তাহাদের অংশ ১০ ও ১১ নং মোঃ বিবাদীদের নিকট হস্তান্তর করিয়া দখল অর্পন করেছেন বিধায় বাদী ৬৭.৫০ ডিং ভূমি বাবদ ছাহামের ডিক্রী পেতে পারেন না। কারণ আরর্জি মোতাবেক বাদীরা ০৫ ভাইও ০৪ বোন এবং বাদীর মা জীবিত থাকায় বাদীর পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ছাহাম হবে ৭.৩৮ ডিং ভূমি। বাদী তার পৈতৃক খরিদা ৬৭.৫০ ডিং ভূমি বাবদ পৃথক ভাবে বন্টনের মোকদ্দমা করায় তা ভুল হয়নি মর্মে অত্রাদালত মনে করেন। এমতাবস্থায়, বিবাদী আপিলকারীর আপীল মঞ্জুর হয়েছে বলে অত্রাদালতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আপীলের মেমোতে প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমাটি বাদী রেসপনডেন্ট এর বিরুদ্ধে দোতরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা বিজ্ঞ নিম্নাদালতের দেওয়ানী ১০৪/২০০৯ নম্বর মোকদ্দমায় গত ১৪.০২.২০১৩ ইং তারিখের রায় ও গত ১৮.০২.২০১৩ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রি রদ ও রহিত করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি সত্বর প্রেরণ করা হোক।

আমার কথা মতে লিখিত ও সংশোধিত।

স্বা/- অস্পষ্ট (ওবায়দা খানম)	স্বা/- অস্পষ্ট (ওবায়দা খানম)

যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত
মানিকগঞ্জ।

যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত
মানিকগঞ্জ।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীর সকল সাক্ষ্য ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পি, ডাব্লিউ-০১

আশরাফ আলী

আমি বাদী। নালিশী ভূমিতে কেদারী মীরের স্বত্ব দখলীয় ভূমি। কেদারী মীর নালিশী ভূমি নুরুল হুদা গং বরাবর বিক্রয় করে নুরুল হুদা গং তুফান আলী গং বরাবর বিক্রয় করে। কেদারী মীরের নামের সহিত তাহার স্ত্রীর নাম থাকায়, ছালেহা খাতুন হইতে খরিদ করে। আর এস রেকর্ড শুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয়। ঘরোয়া আপোষ বন্টন মতে তুফান আলী পশ্চিম দিকে এবং আজমত আলী পূর্ব দিকে দখল করত। তুফান আলী ৬৭.৫০ শতক এবং আজমত আলী ৬৭.৫০ শতক ভোগ দখল করত। আর অত্র ৫৫ দাগের ৩৫ শতক বন্টন বহিভূত। তুফান আলী ৬৭.৫০ শতকে মালিক থাকিয়া স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এবং চার কন্যা রাখিয়া মারা যায়। নভেজ আলী ১৭-২৩ নং বিবাদী গণকে রজব আলী ২৪-২৮ নং বিবাদীগনকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায়। আজমত খাঁ ১-৮ নং বিবাদীকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায়। রেকর্ড এজমালিতে থাকার সুযোগে ৩ নং বিবাদী দলিল সৃজন করে। পরবর্তিতে মামলা হয় এবং আপোষে হয়। ২৩/১১/০৮ তারিখে বন্টন নামা লেখা হয়। তুফান আলীর ওয়ারিশান পুত্রগন ১ম পক্ষ এবং আজমত আলীর পুত্র ওয়ারিশগন ২য় পক্ষ ছিল। মহিলা ওয়ারিশদের সম্পত্তি ছিল। ৬৭.৫০ শতক ভূমিতে আমি মালিক দখলকার আছি। বসত বাড়ী মিল ঘর আছে ৬৭.৫০ শতকের সহিত ৫৫ দাগের ভূমি ও আছে। খরিদা জোত ব্যতীত অন্য জোত নিয়া বিরোধ নাই। ২০০৯ সনের অক্টোবর মাসের ১ম ভাগে ৩নং বিবাদী এবং ৫-৮ নং বিবাদীগন ইং ২৩/১১/০৮ তারিখের বন্টননামায় স্বত্বগত না থাকার সুযোগে গাছ পালা কেটে নিতে চায়। বন্টন চাইলে বন্টন করে দিতে অস্বীকার করে বিধায় অত্রাকারে মোকদ্দমা করি। সত্য নয় যে, হাফিজ নালিশী ভূমি দখল করে। সত্য নহে যে, হচপচ দোষ এবং পক্ষদোষ আছে।

দাখিল করিলাম। এস.এ. $\frac{১৩৩}{১০১}$, $\frac{২২৪}{১৮০}$, $\frac{১৬৩}{১২৬}$ $\frac{২২১}{১৭৯}$, *আর.এস. ১৩৫ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল (প্রদঃ ১ সিঃ)।*

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
২৪.০৪.১২

পরবর্তী ঃ

দাখিল করিলাম। ইং ২২/০৫/৫৭ তারিখে ৩২৩৯ নং দলিল (প্রদঃ ২) ইং ১৫/০৯/৫৯ তারিখের ৫১০৬ নং দলিল (প্রদঃ ৩) ইং ৪/০৪/৬৭ তারিখের ২০৩৮ নং দলিল (প্রদঃ ৪)।

xxx

৩/৬/৭ নং বিবাদীপক্ষে নালিশী জমি ছিল কেদারীর। কেদারী ২২/৫/৫৭ তারিখে নুরুল হুদা গং বরাবর বিক্রয় করে সত্য। নুরুল হুদা গং তুফানী খা গং বরাবর বিক্রয় করে। সত্য কেদারীর স্ত্রীর নামে এস.এ. রেকর্ড আছে সত্য। সালেহা খাতুন ৫৯ শতক ভূমি তুফানী গং বরাবর বিক্রয় করে সত্য। তুফান আলী এবং আজমত তুল্লাংশে মালিক হয়। সত্য এজমালিতে স্বত্ব দখল পরিচালনা করে সত্য। আজমত আলী স্ত্রী ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা

ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায় সত্য। আনোয়ারা এবং ছবিরন ৩নং বিবাদী বরাবর আরজির তপশীল বর্ণিত ১৩$\frac{১}{৪}$ শতাংশ বিক্রয় করে সত্য। কুদ্দুস (অপাঠ্য) বরাবর হেবা করে দেয় সত্য। কুদ্দুস ২৪ শতকে মালিক হয় সত্য। কুদ্দুস ৬ শতক দান করে সত্য হামিদা বেগম ৫.৩৭ শতক পায় সত্য। ৩ এবং ৬ নং বিবাদী ২৩.৩৭ শতক পায় সত্য। হামিদা (অপাঠ্য) ৩ দাগের জমি খায় সত্য। ৩ দাগের জমি আরজি ভূক্ত করি নাই। সত্যনামা তুফান আলী ৬৭.৫০ শতকে মালিক হয়। বন্টননামা দলিল রেজিষ্ট্রি হয় নাই সত্য। সত্য নয় যে, বন্টননামা দলিলে যেভাবে লেখা আছে সেভাবে দখল করিনা বন্টননামা দলিলে সকল ভাই সমানহারে স্বত্ব পায় নাই। সত্য সব জমি আরজিভূক্ত করি নাই সত্য। সত্য নহে যে, সব শরীকদের পক্ষ করি নাই। সত্য নহে যে, নালিশী ভূমিতে দখল নাই। আমি ৫৩৭ দাগে ৫৭$\frac{১}{২}$ দখল করি। বন্টন করে দেওয়ার জন্য কোনো তারিখে বলেছি বলতে পারব না। সত্য নহে যে, কাগজ বানোয়াট সত্য নহে। কেদারের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাই নাই সত্য।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
১১.০৬.১২ ইং

পি, ডাব্লিউ-০২

শুকুর আলী

বাদী, বিবাদী, নালিশী জমি চিনি। নালিশী জমির কাছে আমার বাড়ী। নালিশী জমির পশ্চিমে আশরাফ আলী পূর্বে আ: হাকিম খায় পশ্চিমে (অপাঠ্য) কামাল আছে। বাড়ী ৬৭$\frac{১}{২}$ শতক দখল করে।

xxx

১৩৫ শতক জমির দাগ ৪ টা, কোন দাগে কতটুকু জমি বলতে পারব না। ৬৭$\frac{১}{২}$ আশরাফ আলী খায়। মেপে দেখি নাই। কে কতখানি খায় কাঠাল (অপাঠ্য) বলতে পারব না। রাইস মিল কোন দাগে বলতে পারব না। ঘর ও দরজা কোন দাগে বলতে পারব না। সত্য নহে যে, বাদী ৬৭$\frac{১}{২}$ শতক দখল করে না। সত্য নহে যে, পশ্চিম পাশে ১ দাগের জমি নাই।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
১১.০৬.২০১২

পি, ডাব্লিউ-০৩

মদন হালদার

১৩৫ শতক জমি চিনি। দাগের সহিত আমার বাড়ী। হাকিম এবং আশরাফ আলী অর্ধেক অর্ধেক খায়। আশরাফ আলী পশ্চিম দিকে ৬৭$\frac{১}{২}$ খায়। দোকান পুকুর বাড়ী, কাঠ বাগান আছে বাড়ীর অংশে।

XXX

কাঠ বাগান ১০-১২ বছর আগের। দাগ নম্বর বলতে পারব না। ৪ দাগ নিয়া মামলার মোট দাগে কতটুকু ভূমি চিনি না। ১৩৫ এর চৌহদ্দি বলতে পারব না। পুকুর খনন করতে দেখি নাই। মিল ঘর কোন সনে করে তাও বলতে পারব না। সত্য নহে যে, বাদী

৬৭$\frac{১}{২}$ শতক দখল করে না। সত্য নহে যে, নালিশী ভূমিতে বিবাদীর বাড়ীঘর আছে। হাকিম খান এর বাড়ী আছে এই **জমির** মধ্যে।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
১১.০৬.২০১২

পি, ডাব্লিউ- ০৪

মীর নুর‍ুল হুদা ওরফে সিকান্দার আলী

আমি বাদীকে চিনি। নালিশী ভূমি চিনি। নালিশী ভূমির পশ্চিম পাশে বাদী এবং পশ্চিম দিকে বিবাদীরা খায়। ১১/১০/৮০ তারিখে নালিশীহয়। নাশিশা (অপাঠ্য) জমিতে বাদীর আমার স্বাক্ষর আছে। নালিশা নামার আলোকে বন্টন নামা লেখা হয়।

XXX

নালিশ নামা মতেন মাস্টার লিখে। নালিশী ভূমিতে ৮ ভাই মা, এবং বোনেরা মালিক। নালিশী জমায় মা এবং বোনেরা উপস্থিত ছিল না। তাহারা ভূমির মালিক। সালিশ নামায় বোনদের জমি দেয়া হয় তাহা উল্লেখ নাই সত্য। সালিশ নামায় নামার প্রেক্ষিতে সাবকবলা দলিল হয় নাই সত্য। বন্টননামা লেখা হয় সত্য। সত্য নহে যে, বন্টননামা সৃজিত। সত্য নহে যে, বন্টননামা অনুসারে দখল হয় নাই।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
০১.০৮.১২

ডি, ডাব্লিউ- ০১

আব্দুল কুদ্দুস

আমি ৩নং বিবাদী। নিজ ও ৬,৭ বিবাদীপক্ষে জবানবন্দী করছি। নাঃ ভূমি কেদারী মীরের। তিনি নুরুল হুদা ও শামসুন্নাহারের নিকট বিক্রয় করেন। নুরুল হুদা ও শামসুন্নাহার এই ক্রীত নাঃ ১৩৫ ডিং দখল করে। এরা ১৩৫ ডিং তুফান আলী ও আজত আলীর নিকট বিক্রয় করে। কেদারের স্ত্রী সালেহার নামে এসএ রেকর্ড হয়। এজন্য সালেহাও তুফান ও আজতের নামে সালেহা দলিল করে দেয়। তুফান আলী ৬৭.৫০। আজমত ৬৭.৫০ পায়। আজমত আলী স্ত্রী ছাবিরন, ৪ পুত্র হাকিম, কোরবান, কুদ্দুস (আমি), হাফিজুর রহমান, ৩ কন্যা, নুরজাহান, হামিদা আনোয়ারা বিদ্যমানে মারা যান। ছবিরন ও আনোয়ারা ২৮$\frac{১}{২}$ ডিং ভূমি আমার নিকট বিক্রয় করেন ২৮/১/০৮ তারিখে। নাঃ ভূমি থেকে ১৩$\frac{১}{৪}$ **অন্য** জায়গা হতে ১৭। দখল বুঝিয়ে দেয়া হয় আমাকে। আমি ছোট ভাই হাফেজুর রহমানকে নাঃ ভূমি হতে ৬ ডিং ভূমি দান করি। ওয়ারিশসূত্রে পেয়েছি ১২ ডিং। মোট পেয়েছি ২৪ ডিং। ছোট ভাইকে দিই ৬ ডিং। অবশিষ্ট থাকে ১৮ ডি। আমার বোন ৬ নং বিবাদী হামেদা ওয়ারিশমূলে পায় ৫.৩৭ আমরা ২, ৬ নং বিবাদী ২৩.৩৭ ডিং ভূমিতে মালিক দখলদার আছি। সত্য নয় যে, আশরাফ আলী ১৩৫ এর অধ্যেকের একাই মালিক কিংবা ৫৫ দাগের পূর্বাংশে ১৭ ডিং ভূমিতে বাদী খরিদমূলে মালিক নয়। প্রথমে সাক্ষী বলেন মালিক না হলেও একাই দখল করে। পরে বলেন দখল করেনা। ২৩/৮/০৮ তারিখের ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পের বায়নাপত্র সঠিক নয়। ঐ বায়নানামাস্থলে বাদী জমি দখল করেনা। জোর করে আমার সই নিয়েছে। কারন আমি পড়ালেখা জানিনা। সেখানে অন্যান্য শরীকদের স্বাক্ষর নেই। আমার বরাবর সব

জমি মোকদ্দমায় আনা হয়নি এবং সকলকে পক্ষও করেনি। নালিশী ১৩৫ ডিং এর কাতে ৬৭.৫০ ডিং একা ভোগদখল করেনা, আমরাও করি। তারা মালিক না। তারা বন্টন করে দিতেও বলেনি। আরজীর বক্তব্য সত্য নয়। মামলা খারিজ চাই। আমি আদালতে দাখিল দিলাম। জমাভাগ পরচা ৯৪/১, ডিসিআর ৯৭. ২০০৯-১০ খাজনা দাখিলা (প্রদ: ক সিরিজ) আর.এস. ১৩৫ খতিয়ানের সিসি (প্রদ: খ) ২৮/১/২০০৮ তারিখের ১৫৩ নং দলিলের মূল কপি (প্রদ: গ)।

<u>XXX জেরা ঃ</u>

*আজমত (আমার পিতা), তুফান আলী না: ১৩৫ ডিং ভূমি ক্রয় করেন। তাদের নামে শুদ্ধভাবে সমান অংশে আর.এস. রেকর্ড হয়। না: আর.এস. ৫৫ দাগে ৩৫ ডিং এর না: ১৮ ডিং আমার বাবা, চাচার, বাকী ১৭ এর মালিক গৌরসাহা। গৌরের ১৭ ডিং নিয়ে আমার মামলা নয়, দাবী নাই। বাদী তুফান আলী খার ওয়ারিশ। আমরা আকমত আলীর ওয়ারিশ। তুফান আলী **খার** ৮ আনা অংশে আমার দাবী নাই। বাবা-চাচারা কবে ভিন্ন হয়েছে বলতে পারিনা। ১৩৫ এর পশ্চিম দিক হতে নেয় তুফান আলী খা, পূর্ব দিক হতে নেয় আমার বাবা। এভাবে ভোগদখলাবস্থায় তুফান আলী বাদী ও মোকা: বিবাদীদের রেখে মারা যান। না: ভূমিতে বাদীর বাড়ী আছে, আমারও আছে। আমার বাবার অংশে আমি বাড়ী করেছি। আমার বাবার ওয়ারিশগন ১-৮ নং মূল বিবাদী শ্রেণীভূক্ত আছেন। না: ১৩৫ ডিং ভূমিতে আজমত ও তুফানের ওয়ারিশগনই শুধু মালিক আছে, বাইরের কেউ নেই। এবং এরা সবাই বাদী-বিবাদী শ্রেণীভূক্ত। আমি আমার মা ও বোন আনোয়ারের অংশ খরিদ করেছি। কেনার পর পক্ষদের মধ্যে সালিশ হয়। সত্য নয় যে, শালিশে চেয়ারম্যান সাহেব কোনও বন্টন করেছে। সেখানে চেয়ারম্যান ছিলনা। আমিন মাতবর ছিল, অন্যান্য লোকও ছিল তাহা মনে নেই। সেখানে তারা জোর করে বন্টন নামায় আমার স্বাক্ষর জোর করে নিয়েছে। জোর করে স্বাক্ষর নেয়ার পর আমি কোনও মামলা বা জিডি করিনি। বোনদের বিয়ে হয়েছে তারা স্বামীর বাড়ী থাকে। সত্য নয় যে, মা-বোনের নিকট থেকে যে জমি কিনেছি তাতে তুফানীর অংশের জমি ছিল কিংবা সেকারনেই ঐ শালিস হয়। পরে সাক্ষী বলেন যে, তুফানীর দখলীয় অংশ ঐ ক্রয়ের দলিলে উল্লেখ হওয়ায় পরে শালিস হয়। সত্য নয় যে, আমার বোনেরা সবাই শালিসের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। মা-বোন থেকে ক্রীত জমিতে আমিদখল পাই। আর.এস. রেকর্ড হয় এজমালিতে। বন্টননামায় বোনদের দস্তখত নাই। সত্য নয় যে, এই অজুহাতে আমি নালিশী জমিতে রেজিষ্ট্রার্ড বন্টননামা দলিলের প্রস্ড়াব অস্বীকার করি। বন্টন না হওয়ায় না: জমি এজমালিতে আছে। বাদীর সাথে আমার দ্বন্দ্ব নাই। তাদের অংশ তারা পেলে আমার আপত্তি নাই। আমার অংশ সম্পর্কে আমি ছাহাম চাই। অন্য অংশে বাদী ডিক্রী পাইলে আমার আপত্তি নাই। সত্য নয় যে, জবাবের বক্তব্য মিথ্যা।*

<u>XXX জেরা: (১, ২, ৪, ৫ বিবাদী পক্ষে)</u>

আমার বাবা না: ভূমির পূর্বের অংশে মালিক ছিলেন। না: ভূমি ছাড়াও বাবার আরও জমি আছে। আমার বাড়ী আর.এস ২, ৩ দাগে। মা বোনের থেকে কেনার পর সালিশ হলেও সেখানে বন্টননামা হয়নি। পূর্ব দিকে হাকিমের বসতবাড়ী আছে। বারান্দাসহ চৌচালা টীনের ঘর আছে ৩টি। রান্নাঘর আছে বাথর ম আছে। সত্য নয় যে, কোরবান খান দখল করতেন, আমি দখল করতাম না কিংবা আমাদের মধ্যে বন্টন হয়েছে।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
১৯.১১.২১

ডি, ডাবি উ - ০২

মৃনাল সাহা

বাদীকে চিনি। বিবাদী ও না: ভূমি চিনি। মোট না: ৪ দাগে বিবাদী দখলে আছে। ২৩/১/০৮ তারিখে যে বন্টননামা করা হয় তা সঠিক না।

XXX জেরা:

আর.এস. ৫২,৫৩,৫৪,৫৫ দাগ নিয়ে মামলা। ৫২ দাগের উত্তরে কার জমি জানি না। কোন দাগে কত জমি জানি। না: ভূমির সংলগ্ন আমার কোনও অংশ নাই। আমি এলাকার মুরব্বী নই। শালিসে উপস্থিত ছিলাম। তারিখ জানা নাই। ৩/৪ বছর আগে ভা: চেয়ারম্যান চান্দু শালিস মিটায়। শালিসের পর সেই সময়ে গন্ডগোল মিটে যায়। আজমল তুফানের মেয়েরা দস্তখত করে নাই। ছেলেদের দস্তখত জোর করে নেয়া হয়নি। শালিসের কারন ছিল। সবাই রাস্তার নিকট হতে জমি চায়। সত্য নয় যে, অন্য দলিলে তুফানীর অংশ পেচিয়ে নেয়ার শালিস হয়। পরে ঐ শালিস কেউ মেনে নেয়নি। সেজন্যই বর্তমানে বাটোয়ারা মামলা হয়েছে। বাদীর বাবা, বিবাদীর বাবা অনেক আগেই না: জমি ভাগ করে ভোগ করছে কিনা জানিনা। না: ভূমিতে বাদী আশরাফ আলীর বাড়ী আছে। পুকুর আছে। কার জানিনা। কুদ্দুস খানের বাড়ী কত দাগে জানিনা। তবে তা না: ভূমির বাইরে আর. এস. ৩ দাগে কিনা জানিনা।

XXX জেরা: (১, ২, ৪, ৫ বিবাদী পক্ষে)

না: ভূমির পূর্ব-দক্ষিন কোনে ২ টা চৌচালা টিনের ঘর ১ টা রান্না ঘর, বাথরুম আছে।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
১৯.১১.২০১২

ডি, ডাব্লিউ - ০৩

আ: হাকিম

আমি ১নং বিবাদী। ১-৫ নং বিবাদী পক্ষে জবানবন্দী করছি। তপশীল বর্ণিত ভূমি ১৩৫ ডিং তন্মধ্যে তুফান আলী ৬৭.৫০ ডিং ও আজমত ৬৭.৫০ ডিং এর মালিক ছিল। তুফান পশ্চিম দিকের ভূমি ভোগ করতেন। আজমত পূর্বদিকে। তুফান আলী বাদীগনকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। আজমত আ: হাকিম, কোরবান আলী, কুদ্দুস এদেরকে রেখে মারা যান। তুফান ও আজমতের মৃত্যুর পর আজমতের অংশ আমি কোরবান পূর্ব দিকে ভোগ করি। পিতার অন্য জমি আমার অন্যঅন্য ভাই বোনেরা ভোগ করেন। না: জমির পশ্চিমে আশরাফ আলী। না: ভূমিতে পূর্ব পাশের অর্ধেকে ৩টি (অপাঠ্য) পাকা বারান্দাসহ ঘর, গোয়ালঘর, রান্নাঘর আছে। বাকী অংশে পুকুর ও গাছপালা আছে। ৬৭.৫০ ডিং মধ্যে আমি ৬৪ ডিং, ২নং বিবাদী ৩$\frac{১}{২}$ ডিং ভূমি ভোগ করে। আজমতের অন্য ওয়ারিশরা অন্যত্র জমি ভোগ করে। বাদীর মোকদ্দমায় ডিক্রী হইলে আমি প্রার্থিতমতে ছাহাম চাই।

জেরা: (বাদী)

না: ভূমিতে পশ্চিমের ৬৭.৫০ ডিং বাদী আশরাফ দখল করে। সেখানে তার বাড়ী, পুকুর, কাঠবাগান আছে। পশ্চিমের ৬৭.৫০ ডিং বাদী পেলে আমার আপত্তি নেই।

জেরা: (৩,৬,৭ বিবাদী)

কয়টা দাগ নিয়ে মামলা জানিনা। আজমত না: জমির অর্ধৈকাংশের মালিক। আজমতের জমিতে বিবাদী কুদ্দুস, হাসিদা, আনোয়ারা, ছবিরন এরা মালিক। আজমতের কোন দাগে কতটুকু জমি আমি বলতে পারিনা, কারন আমি পড়ালেখা জানিনা। ছবিরন আনোয়ার কুদ্দুস বরাবর কিছু জমি কুদ্দুস বরাবর দান করেছে শুনেছি। আনোয়ারা ছবিরন ১$\frac{৩}{৪}$ ডিং দিয়েছে ১৮ ডিং হতে, ৪১ ডিং হতে ৪ ডিং দিয়েছে। কুদ্দুস যে বাড়িতে দখলে ছিল সেখানেই তার দখল আছে। ৩ দাগের জমি মোট ৮০ ডিং এরমধ্যে কুদ্দুসের বাড়ী। মৌজার নাম ধূসর। নালিশী ভূমি হতে কুদ্দুস তার ভাই হাফিজকে ৬ ডিং ভূমি দান করেছে। আমরা ভাইরা পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে পৌনে ১১ ডিং করে জমি পেয়েছি। ৩নং বিবাদী সোয়া ১৩ পেয়েছে মা-বোন হতে। কুদ্দুস দান সূত্রে ও পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে ২৪ ডিং পায় এবং না: ভূমি হতে ৬ ডিং হাফিজাকে দেয়। আমার বোনেরা পৈত্রিক ওয়ারিশসূত্রে ৫.৩৭ ডিং করে মালিক হয়। সুতরাং ভাই কুদ্দুস ও বোন হামিদা মোট ২৩.৩৭ ডিং এর মালিক আছেন। সত্য নয় যে, নালিশী ভূমিতে কুদ্দুসের বাড়ীঘর আছে। বরং অন্য জায়গায় বাড়ী আছে। কিংবা আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। বোনদের অংশ নালিশী ভূমি থেকে নয় অন্য জায়গা থেকে দিয়েছি। তেওতা ইউনিয়নের জমি থেকে মৌজার নাম জানিনা। সত্য নয় যে, বোনদের অন্যত্র হতে জমি দিইনি কিংবা বোন ও মা কুদ্দুসকে জমি দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
২২.০১.২০১৩

ডি, ডাবি উ - ০৪

আফজাল

না ভূমি চিনি। এর লাগ পূর্ব পাশে আমার জমি। না: ভূমির মধ্যে পূর্বে আব্দুল হাকিম পশ্চিমে আশরাফ আলী দখল করে।

জেরা:

কুদ্দুসকে চিনি। না: ভূমির মালিক কে জানিনা। ২ জন ভোগ করে জানি। হাকিমের ৪টি ঘর না: ভূমিতে। না: ভূমিতে কুদ্দুসের বাড়ী নাই। না: ভূমির পশ্চিমে শ্বশুরের জমির দক্ষিনে কুদ্দুসের বাড়ী। দাগ নম্বর সঠিক জানিনা। কুদ্দুসের বাড়ী তেওতায় নয়। ধূসর মৌজায়। কুদ্দুসের বাড়ীর পরিমান জানিনা। তবে আনুমানিক ২/২$\frac{১}{২}$ বিঘা (২৭ এ পাখি হিসাবে) নিয়ে বাড়ী। শুনেছি তা কুদ্দুসের বাবার সম্পত্তি ছিল। কুদ্দুস ও শুকুরের বাড়ীর দূরত্ব ১০০ হাতের বেশি হবে। কুদ্দুস দক্ষিন পাশে, উত্তর পাশে শুকুরের বাড়ী, বা না: ভূমির বাইরে। না: ভূমির ১৩৫ ডিং। এর উত্তরে রাস্ড়া, দক্ষিনে খোরশেদ, পশ্চিমে শুকুর, পূর্বে আমি। না: ভূমিতে পশ্চিমে আশরাফ আলী ৫ টা ঘর (দোকান ঘরসহ), পূর্বে হাকিমের ৪ টা ঘর, গাছপালা আছে। না: ভূমিতে হাফিজের (অপাঠ্য) ঘরবাড়ী নাই। আমার জমির দাগ নম্বর জানিনা। সত্য নয় যে, না: ভূমির পূর্বে আমার বাড়ী নেই কিংবা না: ভূমিতে কুদ্দুসের বাড়ী ঘর আছে কিংবা হাকিমের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

স্বাঃ/-অস্পষ্ট
২২.০১.২০১৩

১, ২, ৪ এবং ৫ নং বিবাদীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাবে এই বিবাদীগণ বাদীর দাবীকৃত অংশে তাহাদের কোন স্বত্ব দাবী করেন নাই। এছাড়াও এই বিবাদীগণ বাদীর

দাবীকৃত অংশ সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলেননি, বরং প্রকারন্তে এই বিবাদীগণ বাদীর দাবীকে স্বীকার করেছেন।

আরজীর তফসিল বর্নিত ১৩৫ শতক ভূমির মধ্যে পশ্চিমাংশের ৬৭.৫০ শতক ভূমি বাদী দখল করেন মর্মে বাদী পক্ষের সকল সাক্ষীগণ বলেন। অপরদিকে, ডি, ডাব্লিউ- ২, ৩ এবং ৪ তাদের সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে, বাদী নালিশী ভূমির পশ্চিম দিকে ৬৭.৫০ শতক ভূমি দখল করে। এমনকি ডি, ডাব্লিউ- ১ তার জেরায় পরিস্কার বলেছেন যে, বাদী তার অংশ পেলে তার কোন আপত্তি নাই। ফলে, বাদীর মামলা যেমনটি বাদী তার দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তেমনি বিবাদীদের লিখিত জবাব ও সাক্ষ্য দ্বারাও বাদীর মোকদ্দমাটি প্রমানিত হয়েছে। আপীল আদালত কোন প্রকার সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে তর্কিত রায়টি প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা-জজ, ২য় আদালত, মানিকগঞ্জ কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং-৪৩/২০১৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০১.২০২১ তারিখের রায় ও ডিক্রি হস্তক্ষেপযোগ্য। রুলটি চুড়ান্তযোগ্য।

অত্রএব আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হল।

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা-জজ, ২য় আদালত, মানিকগঞ্জ কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং- ৪৩/২০১৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০১.২০২১ তারিখের প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ০৭.০১.২০২১) এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

বিজ্ঞ সহকারী জজ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৪/২০০৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৪.০২.২০১৩ তারিখের রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ১৮.০২.২০১৩) এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।